দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

কৃতীছাত্র/ছাত্রীদের চেতনায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম ও জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি

—সারাহ আহমদ মন্টি

ইসলাম ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং ধর্ম জীবন যাপনের আগে ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার অবকাশ নেই। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারীণি সারাহ আহমদ অত্র প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। তিনি মনে করেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখাপড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বৃদ্ধিতে ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলা এবং ধর্মীয় অনুশাসন অন্যতম সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। ধর্মীয় অনুভূতির কারণে নৈতিকতার ক্ষতিকর দিকসমূহ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে দূরে রাখে এবং এর সুদুর-প্রসারী ফল হিসেবে লেখা-পড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে সারাহ আহমদ মন্টি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামের গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করার পরিবর্তে ধর্মকে অবজ্ঞার বিষয়রূপে চিহ্নিত করেন। তারা শিক্ষকের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থি। সারাহ আহমদ মন্টির মতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি ও গতানুগতিক প্রশ্নের ধারা জ্ঞানের পরিধিকে সীমিত করেছে। লেখাপড়ার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

সারাহ আহমদ ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ৯৮৯ নম্বর পেয়ে বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা হতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আইসিটিভিটিআর-এর শিক্ষক ডঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও আদর্শ গৃহিণী মোতাহেরা বেগমের কনিষ্ঠা কন্যা সারাহ আহমদ মন্টি ভিকারুননেছা নুন স্কুল ও কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নে মন্টি বলেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী ও জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনি। শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে জীবনমুখী, বাস্তবমুখী এবং প্রয়োগমুখী। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে পড়া-লেখার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পাশাপাশি পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্ন প্রণয়নের গতানুগনিক ধারা পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। পাঠ্যসূচী প্রসঙ্গে মন্টি বলেন, শ্রেণীকক্ষের কার্যদিবসের অনুপাতে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে। এসএসসি'র পাঠ্যসূচীতে এইচএসসি'র কিছু অংশে যোগ করে উভয় সিলেবাসের মধ্যে সমন্বয় অবশ্যই ঘটাতে হবে এবং এইচএসসি এবং নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় থেকে পাঠ্যসূচীর বোঝা কমিয়ে আনতে হবে।

সারাহ আহমদ মন্টি বলেন, পরিবার ও শিক্ষাঙ্গন উভয়ই এ পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষাঙ্গন পরিবেশে শিক্ষকের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক থাকতে হবে গভীর ও অন্তরঙ্গ। তা হলেই ছাত্র-ছাত্রীকে অনগ্রসরতা চিহ্নিত করে শিক্ষক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন যা ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ বয়ে আনবে।

গৃহ শিক্ষকতা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করেছে বলে সায়রা আহমেদ মন্টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে এ ব্যবস্থা যেমনি সার্বজনীন নয়, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্যে নির্ভরযোগ্য নয়। সে কারণে গৃহ শিক্ষকতার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহ শিক্ষকতার ধারাকে পরিবর্তন করা সম্ভব।

পারিবারিক আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও দারিদ্র্যতা প্রসংগে সায়রার ভাবনা হচ্ছে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধিসহ সুষ্ঠুভাবে সর্বাধিক সম্পদ আহরণ এবং তা ব্যক্তি পর্যায়ে কুক্ষিগত না করে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তা ব্যবহার ও বন্টনের মাধ্যমেই দারিদ্র্যতা মোচনের পথ উন্মোচিত হবে।

গ্রন্থনা ও সাক্ষাৎকার ঃ
আবদুর রহিম